শিল্পবার্তা

বর্ষ: ৯ | সংখ্যা: ১৬ | মাঘ ১৪২৬ | জানুয়ারি ২০২০

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পুরস্কার পেল ২৮ শিল্প প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের যে অবস্থান তৈরি হয়েছে তা এগিয়ে নিতে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের ভূমিকা আরও জোরদার করতে হবে। শিল্পমন্ত্রী গত ২৯ জুলাই রাজধানীর ইনস্টিটিউট অব ডিপোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের মিলনায়তনে নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ এবং ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের মধ্যে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রেসিয়েশন ক্রেস্ট ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে ময়মনসিংহে এগ্রো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াস মৃধা এবং বিকেএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনসুর আহমেদ বক্তৃতা করেন।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠান

দেশীয় বাজারের পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জনের জন্য শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শিল্পমন্ত্রী বলেন, তীব্র প্রতিযোগিতামূলক আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ব্যবসাবান্ধব শিল্প মন্ত্রণালয় দেশের সম্ভাবনাময় শিল্প খাতসমূহের বিকাশে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে আসছে। এতে দেশের অর্থনৈতিক ভূমিরতা কেটে গেছে। এখন অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করার সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেন শিল্পমন্ত্রী।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের আরো মনোযোগী হতে হবে। ২০২১ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত উৎপাদনশীলতার গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৫.৬ শতাংশে উন্নীত করার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জনে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীর ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার দক্ষতার মান বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশের শিল্পখাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী।

শিল্প সচিব বলেন, বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এমডিজি) অর্জনে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে উৎপাদনশীলতা আরো বাড়াতে হবে। অধিক দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে সম্পদ ব্যবহার করলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নীতি সহায়তাসহ সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে শিল্পসচিব আশ্বাস প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ৬টি ক্যাটাগরিতে ২৮টি শ্রেষ্ঠ শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ প্রদান করা হয়। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরির টেক্সটাইল এন্ড আরএমজি উপ-খাতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছে ক্রমান্বয়

ফ্যাশন লিমিটেড, জেনেসিস ফ্যাশন লিমিটেড এবং উইজডম এ্যাটায়ার্স লিঃ। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরির খাদ্য উপ-খাতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছে ময়মনসিংহ এগ্রো লিমিটেড, ফ্রেস ফুড এ্যান্ড বেভারেজ লিঃ, অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরির কেমিক্যাল উপ-খাতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, এসিআই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিঃ এবং অলপাষ্ট বাংলাদেশ লিমিটেড। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরির ইস্পাত ও প্রকৌশল উপ-খাতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছে বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিঃ, বিআরবি কেবল ইন্ডাঃ লিঃ এবং ইফাদ অটোজ লিমিটেড। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরির অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানী লিঃ এবং ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ।

মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছে ডিভাইন আইটি লিমিটেড, সাদ মুছা কেমিক্স লিঃ এবং কিউএনএস কন্টেইনার সার্ভিসেস লিঃ। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছে বঙ বেকার্স লিমিটেড, সান বেসিক কেমিক্যালস লিমিটেড, মাসকো ওভারসিস লিঃ। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরির পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছে স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস, অনন্যা কিন্ডার গার্টেন স্কুল। কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছে গৃহ সুখন বুটিকস, হামিম ল্যাদিক বিউটি পার্লার। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ এবং খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ।

এছাড়া, প্রথমবারের মত উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ ০৩টি ব্যবসায়ী সংগঠনকে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট ২০১৮ প্রদান করা হয়। এগুলো হচ্ছে জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) এবং বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা)।

বাংলাদেশের নিজস্ব ব্র্যান্ডের গাড়ি তৈরিতে প্রগতিকে সহায়তা দেবে জাপানের মিটসুবিশি

বাংলাদেশের নিজস্ব ব্র্যান্ডের গাড়ি তৈরিতে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে সহায়তা দেবে জাপানের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান মিটসুবিশি মটর কর্পোরেশন। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের সাথে যৌথভাবে মিটসুবিশি ব্র্যান্ডের বাস, ট্রাক, পিকআপ ও মোটরকার উৎপাদনে প্রতিষ্ঠানটি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। মিটসুবিশি মটর কর্পোরেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট টাটসু সাটু এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল গত ০৪ ডিসেম্বর শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বৈঠককালে এ সহায়তার প্রস্তাব দেন। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ মিজানুর রহমান, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ তৌহিদুজ্জামান, মিটসুবিশি প্রতিনিধিদলের সদস্য শাফি আনভির, ইয়াসুহিকো ইউয়েদা এবং বাংলাদেশে জাপান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব ইউকো আসানো উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের অটোমোবাইলখাতে মিটসুবিশি কর্পোরেশনের বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় বাংলাদেশের জন্য একটি সমন্বিত অটোমোবাইল নীতি প্রণয়নের ইস্যুটি আলোচনায় বিশেষভাবে স্থান পায়। মিটসুবিশি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বলেন, বাংলাদেশে অটোমোবাইল শিল্পের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এ শিল্প বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি সম্প্রসারণ ও আমদানিবিকল্প গাড়ি উৎপাদন সম্ভব। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের সাথে মিটসুবিশির দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, বর্তমানে মিটসুবিশি প্রগতির সাথে যৌথভাবে পাজেরো স্পোর্টস কিউএক্স-৪৫

শিল্পমন্ত্রীর সাথে মিটসুবিশি মটর কর্পোরেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট টাটসু সাটুর বৈঠক

এবং এল-২০০ মাইক্রোবাস সংযোজন করছে। ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদারে মিটসুবিশি প্রগতির সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে নতুন নতুন মোটরযান উৎপাদনে আগ্রহী বলে তারা উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার অটোমোবাইল শিল্পের বিকাশে সব ধরণের নীতি সহায়তা দিচ্ছে। এ শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে ইতোমধ্যে খসড়া অটোমোবাইল শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিকে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগবান্ধব করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত নেয়া হচ্ছে। মিটসুবিশি কর্পোরেশনও এ বিষয়ে তাদের মতামত দিতে পারে। তিনি খসড়া নীতির ওপর লিখিতভাবে মতামত প্রদানের জন্য প্রতিনিধিদলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী দেশীয় ব্র্যান্ডের মোটরকার উৎপাদনে মিটসুবিশি কর্পোরেশনের কারিগরি সহায়তার আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানান। একই সাথে তিনি প্রগতি ও মিটসুবিশি যৌথ অংশীদারিত্বে প্রগতির পণ্য বৈচিত্রকরণের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার তাগিদ দেন।

বিএবি'র অ্যাক্রেডিটেশন সনদ পেল ৮ প্রতিষ্ঠান

নতুন খাতে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের উদ্যোগ জোরদার করতে বিএবি'র প্রতি নির্দেশ

বিএবির অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী, শিল্পপ্রতিমন্ত্রী ও শিল্প সচিব

গুণগত শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে নতুন নতুন খাতে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের উদ্যোগ জোরদার করতে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সবসময় গুণগত শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। শিল্প পণ্য ও সেবার গুণগতমানের বিষয়ে সরকার কখনও আপস করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ২৩ ডিসেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আর্ন্তজাতিক মান সংস্থা আইএসও এর মান অনুযায়ী বিভিন্ন দেশীয় ও বহুজাতিক গবেষণাগার এবং সার্টিফিকেশন সংস্থার অনুকূলে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএবি'র মহাপরিচালক মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম। সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশি ল্যাবরেটরি ঢাকার ওটিএস (প্রাঃ) লিমিটেড, বহুজাতিক ল্যাবরেটরি জার্মানভিত্তিক টুভ সুড বাংলাদেশ, তুরস্কভিত্তিক ল্যাবরাইট বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আমেরিকাভিত্তিক মডার্ণ টেস্টিং সার্ভিসেস (বিডি) লিমিটেড। এছাড়া, গাজীপুরের ক্রিয়েটিভ ওয়াস লিমিটেড ল্যাবরেটরি, মির্জাপুরের নোমান টেরি টাওয়েল টেস্টিং ল্যাবরেটরি, চট্টগ্রামের মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি এপিক হেলথ কেয়ার এবং ঢাকার সার্টিফিকেশন সংস্থা কেজিএস কোয়ালিটি অ্যাকশন লিমিটেড।

নিম্নমানের এমএস রড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিএসটিআইর অভিযানের নির্দেশ

অবৈধ ও নিম্নমানের এমএস রড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শিগগিরই বিএসটিআই'র অভিযান শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। তিনি বলেন, জননিরাপত্তার স্বার্থে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হবে। এর পাশাপাশি যেসব রড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অনুমোদন ছাড়াই অনৈতিকভাবে বিএসটিআই এর লোগো ব্যবহার করছে, সেগুলোর বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদলের সাথে আয়োজিত বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী গত ৩০ ডিসেম্বর এ নির্দেশনা দেন।

বৈঠকে দেশের উদীয়মান স্টিল শিল্পের সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় এসোসিয়েশনের নেতারা জানান, বর্তমানে বাংলাদেশের স্টিল শিল্পখাতে বিশ্বমানের রড উৎপাদিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলে দেশীয় কারখানায় উৎপাদন থেকে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। এক শ্রেণির অসাধু উদ্যোক্তা ভেজাল ও নিম্নমানের রড উৎপাদনের মাধ্যমে এ শিল্পের সুনাম ক্ষুন্ন করছে। বৈঠকে এসোসিয়েশনের নেতারা ভেজাল খাদ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের মত ভেজাল ও নিম্নমানের রড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধেও বিএসটিআই'র অভিযান জোরদারের তাগিদ দেন। একই সাথে তারা স্টিল শিল্পে যৌক্তিকহারে মার্কিং ফি নির্ধারণের দাবি জানান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় সরকার সম্ভব সব ধরণের সহায়তা দেবে। গুণগতমানের স্টিল শিল্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌক্তিক দাবি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে। তিনি এমএস রডের ওপর যৌক্তিকহারে মার্কিং ফি নির্ধারণের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন।

শিল্পমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদলের বৈঠক

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯ বিষয়ক কর্মশালায় শিল্পমন্ত্রী

এলডবিউজি সার্টিফিকেট অর্জনের লক্ষ্যে সংশিষ্ট ইস্যুগুলোতে দ্রুত উন্নতির কাজ চলছে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেছেন, বাংলাদেশি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের অনুকূলে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডবিউজি) সার্টিফিকেট অর্জনের লক্ষ্যে যেসব ইস্যুতে উন্নতি করা প্রয়োজন, সেসব বিষয়ে দ্রুত উন্নতির কাজ চলছে। এলডবিউজি সার্টিফিকেশনের যোগ্যতা অর্জনের অতি সামান্য অংশ সিইটিপি ও চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশিষ্ট। বাকি বেশির ভাগ বিষয়ই ট্যানারি ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পৃক্ত। শিল্প মন্ত্রণালয় ডিসেম্বরের মধ্যেই প্রকল্প ডকুমেন্ট অনুযায়ী সিইটিপি ও চামড়া শিল্পনগরীর সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এর পাশাপাশি ট্যানারি মালিকদেরকেও নিজেদের স্বার্থে কারখানাকে কমপায়েন্ট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিল্পমন্ত্রী গত ০২ ডিসেম্বর ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) মিলনায়তনে আয়োজিত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯ অবহিতকরণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিতে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) যৌথভাবে দিনব্যাপী এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে এবং সরকার ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দেবে। ব্যবসাবান্ধব বর্তমান সরকার দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ২'শ ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার থাকলেও বাংলাদেশ এখাতে মাত্র ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করছে। সরকার ২০২১ সাল নাগাদ চামড়া শিল্পখাতে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে চামড়া শিল্পখাতের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে অতীতের ধারাবাহিকতায় সরকারের নীতি সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, চামড়া শিল্পের কাঁচামালে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে ফিনিসড চামড়া আমদানি হচ্ছে। এর ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় হচ্ছে। তিনি দেশীয় চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিশ্বমানের চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের তাগিদ দেন। বর্তমান সরকার সাভারের চামড়া শিল্পনগরীতে আর্ন্তজাতিক মানদন্ড অনুযায়ী সিইটিপি স্থাপন করেছে উল্লেখ করে তিনি এ নগরীতে স্থানান্তরিত ট্যানারি কারখানাগুলো এলডবিউজি কমপ্লায়েন্ট অনুযায়ী গড়ে তুলতে উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতির বক্তব্যে শিল্পসচিব বলেন, চামড়া শিল্পের উন্নয়নে পারস্পরিক দোষারোপের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সরকার, ট্যানারি মালিক, ব্যবসায়ীসহ সংশিষ্ট সকলকে চামড়া শিল্পের উন্নয়নের পথে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা গুলো চিহ্নিত করে এর সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার কিংবা ব্যবসায়ীরা আলাদা কোনো পক্ষ নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, তৈরি পোশাক শিল্পের চেয়ে চামড়া শিল্প অনেক পুরনো হলেও প্রতিবছর বিদেশ থেকে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার ফিনিসড লেদার আমদানি হয়ে থাকে। দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ রপ্তানিখাত হিসেবে চামড়া শিল্পের এ দুরাবস্থা প্রত্যাশিত নয়। এক্ষেত্রে ট্যানারি ব্যবসায়ীগণ গণমাধ্যমে চামড়া শিল্প বিষয়ক ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশনের জন্য সংবাদকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অচিরেই বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্পকে শিশুশ্রম মুক্ত শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলে তারা জানান।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯ অবহিতকরণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী

সিইউএফএল এর সংস্কারে জাপানের সহায়তা চাইলেন শিল্পমন্ত্রী

সংস্কারের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেডে (সিইউএফএল) নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন চালু রাখতে জাপানের সহায়তা চেয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, জাপানি টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন নির্মিত এ কারখানা দীর্ঘ দিন ধরে ইউরিয়া সার উৎপাদন করে আসছে। রিয়েক্টরে কারিগরি সমস্যা থাকায় কারখানাটিতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। তিনি কারখানাটির আধুনিকায়ন ও সংস্কারে জাপানের সহযোগিতা কামনা করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো গত ২৮ নভেম্বর শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে সাক্ষাৎ করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ে এলে তিনি এ সহায়তা চান। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাপান দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাতকালে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের তিনি শিল্পখাতে পণ্য বৈচিত্রিকরণ, সার কারখানার আধুনিকায়ন, দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণ, অটোমোবাইল, হালকা প্রকৌশল, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, মেডিক্যাল ও সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট শিল্পখাতে জাপানি বিনিয়োগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে টয়োটা ব্র্যান্ডের গাড়ির ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। বিশাল বাজার সুবিধা ও জনপ্রিয়তা বিবেচনা করে জাপানি টয়োটা কোম্পানি বাংলাদেশে গাড়ি উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে পারে। এ কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে টয়োটা বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে জাপানের বাজারেও গাড়ি রপ্তানির সুযোগ পাবে। তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনি কলগুলোতে বাইব্যাক পলিসির আওতায় ডিস্টিলারি স্থাপনসহ পণ্য বৈচিত্রিকরণে জাপানের উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পরামর্শ দেন। একইসাথে তিনি বাংলাদেশের উদীয়মান হেলথ ইন্ডাস্ট্রির সুবিধা নিতে মেডিক্যাল ও সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট উৎপাদনখাতে বিনিয়োগের আহবান জানান। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের দীর্ঘ দিনের পরীক্ষিত ও সর্ববৃহৎ উন্নয়ন অংশীদার হতে পেরে জাপান গর্বিত। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে জাপান কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, মেট্রোরেলসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে জাপানি বিনিয়োগ রয়েছে। তিনি বাংলাদেশে টয়োটা ব্র্যান্ডের গাড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত অটোমোবাইল পলিসি প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দেন। এ পলিসি প্রণয়নে জাপান বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা দিতে আগ্রহী বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, তাঁর প্রজ্ঞ নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে যাবে। এক সময় বাংলাদেশের তৈরি গাড়ি জাপানের বাজারেও বিক্রি হবে। তিনি বাংলাদেশে মোটরসাইকেল শিল্পের বিকাশে এর রেজিস্ট্রেশন ফি ও ট্যাক্স যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব দেন। ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ যোগান থেকে সারের সরবরাহ বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। জাপান টোবাকো বাংলাদেশ সরকারকে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব দিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি তামাক শিল্পের ওপর আরোপিত এক্সাইজ ডিউটি যৌক্তিককরণের আহবান জানান।

শিল্পমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতোর বৈঠক

বর্তমানে বিসিআইসি'র কাছে চাহিদার তিনগুণ ইউরিয়া সার মজুদ রয়েছে

এডিপি অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী

বর্তমানে বিসিআইসি'র কাছে ৯ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার মজুদ রয়েছে। এর বিপরীতে শিক সিজনে প্রতিমাসে দেশে ইউরিয়া সারের চাহিদা মাত্র ৩ লাখ মেট্রিক টন। সে হিসাবে মজুদের পরিমাণ চাহিদার তিনগুণ। এছাড়া, আমদানির মাধ্যমে আনা সারও পাইপ লাইনে রয়েছে। সব মিলিয়ে দেশে পর্যাপ্ত ইউরিয়া সারের মজুদ রয়েছে। গত ২৭ নভেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়। শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে সভায় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন প্রধান অতিথি এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বিশেষ অতিথি ছিলেন। সভায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেশনের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ৫০টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। এ সময় চাষি পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে দ্রুত বিসিআইসির বাকার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের তাগিদ দেয়া হয়। এছাড়া, বিকল্প উৎস থেকে চিনি উৎপাদন, চামড়া শিল্পের অনুকূলে এলডবিউজি সার্টিফিকেশন অর্জন, গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত অবকাঠামো নির্মাণের স্বার্থে মনিটরিং জোরদার, স্বচ্ছতারভিত্তিতে দ্রুত অর্থ ছাড় ও ব্যয়, দরপত্র আহ্বান, কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন তদারকি, প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্প এলাকায় অবস্থান নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় শিল্পমন্ত্রী প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পুরোনো আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা পরিহার করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় অনেক দূর এগোলেও এখনও বাস্তবায়ন কাজে কাঙ্ক্ষিত গতি আসেনি। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কর্মকর্তাদেরকে সেবক হিসেবে কমিটমেন্টের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি সারের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিকল্প যোগানের উৎস খুঁজে বের করার নির্দেশনা দেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থানের তাগিদ দেন। তিনি বলেন, প্রকল্প পরিচালকদের কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। তিনি শিল্প লাভজনক করতে চিনি কলগুলোতে বার মাস উৎপাদন চালু রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে আখের পাশাপাশি সুগারবিটসহ অন্যান্য বিকল্প উৎস থেকে চিনি উৎপাদনের কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থায় জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেন।

টেকসই এসএমই খাতের বিকাশে কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রাখবে ইউনিডো

বাংলাদেশে টেকসই ও দক্ষ এসএমই শিল্পখাতের বিকাশে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইউনিডো) কারিগরি সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার মহাপরিচালক লি ইয়াং। তিনি বলেন, এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত ঐতিহাসিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এসএমইখাত জাপানের জিডিপিতে ৬৯.৫ শতাংশ, চীনে ৬০ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ২০.২৫ শতাংশ অবদান রাখছে। ইউনিডো'র ১৮তম সাধারণ সম্মেলন উপলক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফররত শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনের সাথে বৈঠককালে তিনি এ সহায়তার কথা জানান। আবুধাবির এমিরেটস প্যালেস হোটেলে গত ০২ নভেম্বর এ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভিয়েনায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত আবু জাফর, আবুধাবিতে অবস্থিত ডেপুটি চীফ অব মিশন মিজানুর রহমান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগসহ ইউনিডো'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের শিল্পখাতে ইউনিডোর সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় ইউনিডোর মহাপরিচালক বাংলাদেশে ভারি ধাতব ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলায় গৃহীত দু'টি প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ দেন। তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গৃহীত কর্মসূচির প্রশংসা করেন। গুণগত শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে ইউনিডোর সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি। শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশে গুণগত শিল্পায়নে ইউনিডোর সহায়তার জন্য মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ইউনিডোর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নের পথে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি ২০১৭ সালে ইউনিডো মহাপরিচালকের বাংলাদেশ সফর এবং সাভার ট্যানারি শিল্পনগরী পরিদর্শনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। চামড়া শিল্পখাতকে বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাত হিসেবে উল্লেখ করে তিনি পরিবেশবান্ধব চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ইউনিডোর কারিগরি সহায়তা কামনা করেন।

আবুধাবিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মন্ত্রিপর্যায়ের অষ্টম সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি

বিভাগীয় পর্যায়ে হেরিটেজ মিউজিয়াম স্থাপনের দাবি হস্ত ও কারু শিল্প উদ্যোক্তাদের

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁত, বস্ত্র, হস্ত, চারু ও কারু পণ্যের সংরক্ষণে প্রত্যেক বিভাগে হেরিটেজ মিউজিয়াম স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন তাঁত ও বস্ত্রশিল্প উদ্যোক্তারা। তারা বিদেশি পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্য সম্পর্কে ধারণা দিতে আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরে হস্তশিল্প কর্ণার স্থাপন ও তাঁতিদের জন্য ওয়েব-বেজড প্লাটফর্ম (Web-based platform) তৈরির দাবি জানান। একই সাথে তারা এসব পণ্যের পরিচিতি বৃদ্ধি ও বাজার প্রসারে বছরে একদিন জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস ও সাত দিনব্যাপী হ্যান্ডলুম সপ্তাহ উদযাপনের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গত ২৬ অক্টোবর রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত একটি হোটেলে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভাল ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে হস্ত ও কারু শিল্প উদ্যোক্তারা এ দাবি জানান। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্যাশন ডিজাইনার্স অব বাংলাদেশ (এএফডিবি) যৌথভাবে এ উৎসবের আয়োজন করে। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্যাশন ডিজাইনার্স অব বাংলাদেশ (এএফডিবি) এর প্রেসিডেন্ট

মানতাশা আহমেদ। এতে শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, সংস্কৃতি সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি, তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, আর্ন্তজাতিক বাজারে বাংলাদেশি হস্ত ও কারু পণ্যের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও রপ্তানির সুযোগ এখনও পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। এ সুযোগ কাজে লাগাতে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসে হস্ত ও কারু পণ্যের স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হবে। একই সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরেও হস্তশিল্প কর্ণার চালু করা হবে। বছরব্যাপী জামদানি, তাঁত, বস্ত্র, হস্ত ও কারুপণ্যের প্রদর্শনীর জন্য রাজধানীতে একটি স্থায়ী ডিসপে সেন্টার স্থাপন করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, বাঙালি সংস্কৃতির শেকড় ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ থেকেই এ উৎসব আয়োজন করা হয়। চার দিনব্যাপী উৎসবে ৪৫টি স্টলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ধরনের তাঁত, বস্ত্র, চারু ও কারুপণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভাল ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠান

শিল্পকারখানা স্থাপনে সরকার সব ধরনের সহায়তা করবে

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অবস্থিত কাফকো প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, সরকারি কিংবা বেসরকারি যে কোনো পর্যায়ে শিল্পকারখানা স্থাপনে সরকার সব ধরনের সহায়তা করবে। শিল্পমন্ত্রী গত ০৭ জুলাই চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অবস্থিত কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন। কাফকোর চিফ অপারেশন অফিসার আজিজুর রহমান চৌধুরী এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় কাফকোকে একটি জ্বালানি সাশ্রয়ী সারকারখানা হিসেবে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী এতে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের আশ্বাস দেন।

বিশ্ব মান দিবসের আলোচনায় শিল্পমন্ত্রীর হুঁশিয়ারী

অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হলে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

জাতীয় পর্যায়ে পণ্য ও সেবার গুণগত মান সুরক্ষা ও উন্নয়নে বিএসটিআই এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে কোনো ধরণের শৈথিল্য কিংবা দায়িত্বহীনতা সরকার মেনে নেবে না। দায়িত্ব অবহেলা কিংবা অনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হলে, শিল্প মন্ত্রণালয় দায়ি ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে। শিল্পমন্ত্রী গত ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) আয়োজিত ভিডিও মান বৈশ্বিক সম্প্রীতির বন্ধন (Video Standards Create a Global Stage) শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন। বিশ্ব মান দিবস-২০১৯ উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত বিএসটিআই'র প্রধান কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বিএসটিআই'র মহাপরিচালক মোঃ মুয়াজ্জেম হোসাইন এবং বিএসটিআই'র পরিচালক (মান) মোঃ সাজ্জাদুল বারী বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিএসটিআই জাতীয় পর্যায়ে একমাত্র মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের উপর গুণগত শিল্পায়ন এবং জনগণের জীবনের সুরক্ষার বিষয়টি নির্ভর করে। এ বিবেচনায় বর্তমান সরকার বিএসটিআই'র আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন, নীতি ও বিধি প্রণয়ন করেছে। এর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জনগণের দোরগোড়ায় বিএসটিআই'র সেবা পৌঁছে দিতে সরকার উপজেলা পর্যায়ে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের বিএসটিআই এর মহাপরিচালক জানান, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিএসটিআই হতে ১ হাজার ৮২৯টি সিএম লাইসেন্স প্রদান, ২ হাজার ১১টি লাইসেন্স নবায়ন, ১ হাজার ৫০৫টি সার্ভিল্যান্স টিম এবং ১৪৭ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এসময় ৩ কোটি ৯৬ লাখ ১৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ৮শ' ৯৩টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া, ৪শ' ৬৫টি ফলের নমুনা পরীক্ষা করা হলেও এর কোনটিতে ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। এর আগে বিশ্ব মান দিবস ২০১৯ উপলক্ষে বিএসটিআই এর উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব মান দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী

তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ এখন গোবাল লিডার - শিল্পমন্ত্রী

তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশকে গোবাল লিডার হিসেবে উল্লেখ করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ তৈরি পোশাকখাতে এশিয়াসহ সমগ্র বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিশ্ববাজারে এ শিল্পের অবস্থান ধরে রাখতে পণ্য বৈচিত্রকরণের পাশাপাশি নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে। বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পেছনেও এ শিল্পখাতের বড় অবদান রয়েছে। শিল্পমন্ত্রী গত ০৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে আয়োজিত চারদিন ব্যাপী ২০তম টেক্সটেক বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো-২০১৯ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা

বলেন। আর্ন্তজাতিক আয়োজক সংস্থা সেমস গোবাল ইউএসএ অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিক এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে একই সাথে ১৬তম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ণ অ্যান্ড ফেব্রিক শো-২০১৯ এবং ৩৮তম ডাই-ক্যাম বাংলাদেশ এক্সপো ২০১৯ এর উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ কেলায়েত হোসেন, বিকেএমইএর ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মনসুর আহমেদ এবং সেমস গোবালের প্রেসিডেন্ট মেহেরুন এন. ইসলাম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। সরকারের দৃঢ় অবস্থানের ফলে শিল্পখাতসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হচ্ছে। তিনি ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র বিনির্মাণে তৈরি পোশাক শিল্পখাতের সাথে সম্পৃক্ত মালিক, শ্রমিকসহ সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন। এ শিল্পখাতের যে কোনো সমস্যার সমাধানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীতি সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, চারদিন ব্যাপী আয়োজিত এ ত্রিমাত্রিক প্রদর্শনীতে বিশ্বের ২৫টি দেশ থেকে সাড়ে ১২'শ প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস শিল্পের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন প্রকার সুতা, ডেনিম, নিটেড ফেব্রিক্স, ক্লিস, ইয়ার্ণ অ্যান্ড ফাইবার, আর্টিফিসিয়াল লেদার, এমব্রোয়ডারি, বাটন, জিপার, সিনেন বেল্টসহ অ্যাপারেল পণ্য প্রদর্শন করে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি শতকরা ৯৯.৩০ ভাগ

সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯) শিল্প মন্ত্রণালয় সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৯৯.৩০ ভাগ ব্যয়ে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতির হার শতকরা ৯৪ দশমিক ৩২ ভাগ। উল্লেখ্য, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এ অগ্রগতির হার ছিল ৭৫.৪২ ভাগ। গত ২১ জুলাই ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এম.পি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেশনের প্রধান এবং সংশিষ্ট প্রকল্প পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় জানানো হয়, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৫৩টি উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে ৪৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ০৪টি কারিগরি এবং ০১টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প রয়েছে। সব মিলিয়ে এসব প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৮৭ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে জিওবিখাতে ১ হাজার ৩০ কোটি ১ লাখ টাকা, প্রকল্প সাহায্যখাতে ৫৭ কোটি ২৯ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন খাতে ৬ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। সভায় প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। এ সময় সদ্য বিদায়ী অর্থবছরের অভিজ্ঞতার আলোকে চলতি অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয়। এছাড়া, প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্যাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি, অর্থছাড়, দরপত্র আহ্বান, কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন তদারকি, সংশিষ্ট পরিচালকদের পিপিআর সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, প্রকল্প এলাকায় অবস্থান নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্পের বাস্তবা অগ্রগতির চিত্র গণমাধ্যমে তুলে ধরার নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় নরসিংদী জেলার পলাশে বাস্তবায়নাধীন ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং সর্বোচ্চ দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দ্রুত এর বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়া হয়। একই সাথে তিনটি কেমিক্যাল পল্লী নির্মাণ প্রকল্প, এশিআই শিল্প পার্ক, সাভার চামড়া শিল্পনগরীসহ অন্যান্য অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর গুণগতমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার তাগিদ দেয়া হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়নে সফল কর্মকর্তাদের পুরস্কারের

পাশাপাশি ব্যর্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, যেসব প্রকল্প পরিচালক ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব করেছেন বলে প্রতীয়মান হবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে পুরাতন ধ্যান-ধারণা পরিহার করে মন্ত্রণালয়ের কর্ম সম্পাদন গতির সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করার জন্য প্রকল্প পরিচালকদের প্রতি আহবান জানান। শিল্পসচিব বলেন, যৌথ উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের চাহিদা মাফিক তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে তৎপর থাকতে হবে। অর্থবছরের শেষ দিকে মে ও জুন মাসে তড়িঘড়ি করে কাজ শেষ করার প্রবণতা পরিহার করতে হবে। তিনি চলতি অর্থবছরে কমপক্ষে ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের লক্ষ্য মাথায় রেখে কাজ করতে প্রকল্প পরিচালকদের নির্দেশনা দেন।

অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় শিল্পমন্ত্রী

বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদনে সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বিএবি'র জনবল বাড়ানো হবে

বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদনে সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের (বিএবি) জনবল ও কর্মক্ষেত্র বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, বিএবি ইতোমধ্যে দেশীয় শিল্পপণ্যের গুণগতমান আর্ন্তজাতিকমানে উন্নীত করতে কার্যকর অবদান রেখেছে। গুণগত শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে দ্রুত এগিয়ে নিতে এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা হবে। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) প্রকাশিত নিউজলেটারের মোড়ক উন্মোচন এবং অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী গত ১৮ জুলাই এ কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বিএবি'র চেয়ারম্যান ও শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএবি'র মহাপরিচালক মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম। এতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ ও একেএম শামসুল আরেফীন, যুগ্মসচিব মীর খায়রুল আলমসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিশ্বায়নের ফলে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। এতে টিকে থাকতে শিল্পোন্নত দেশগুলো আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যে অ্যাক্রেডিটেশনের মত বিভিন্ন কারিগরি প্রতিবন্ধকতা আরোপ করছে। এর মোকাবেলায় বাংলাদেশে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের মান অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং জাতীয় পর্যায়ে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম জোরদারের জন্য বিএবি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি মানসম্মত পণ্য বলতে সব সময় আর্ন্তজাতিকমানের পণ্যকে বোঝায় উল্লেখ করে দেশে উৎপাদিত পণ্য বিনা বাধায় আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশি পণ্যের গুণগতমানের বিষয়ে আর্ন্তজাতিক আস্থা সৃষ্টি এবং তা দীর্ঘস্থায়ী করতে তিনি সর্বোচ্চ সততা, স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্বের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য বিএবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পরামর্শ দেন। এর আগে শিল্পমন্ত্রী বিএবি প্রকাশিত নিজউলেটারের ১৭তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন। এ সময় শিল্প সচিবসহ মন্ত্রণালয় এবং বিএবি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

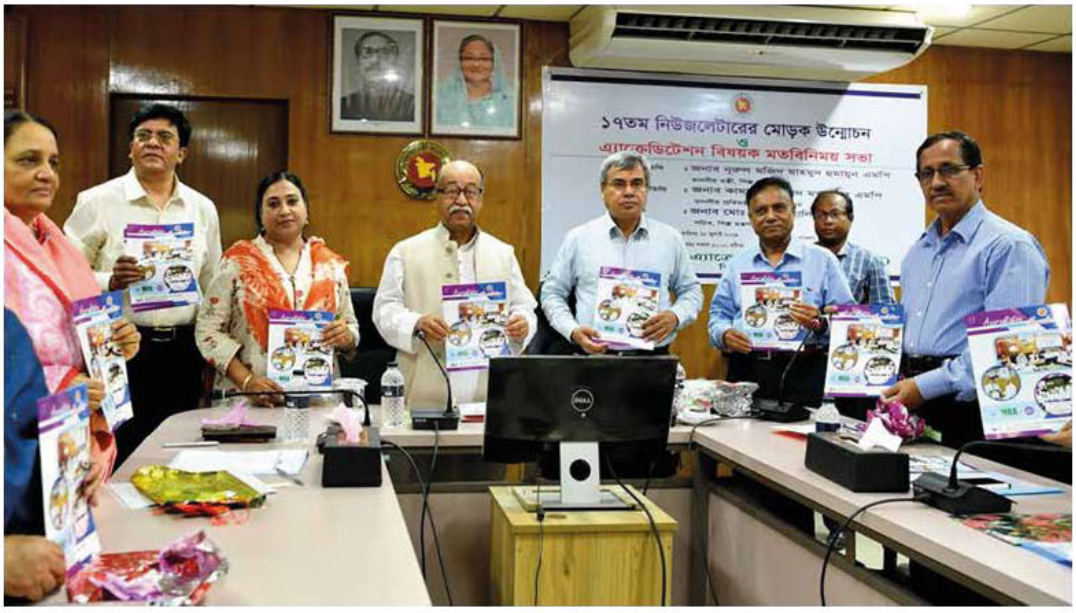

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড প্রকাশিত নিউজলেটারের মোড়ক উন্মোচন এবং অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় শিল্পমন্ত্রী ও অন্যান্যরা

শিল্পমন্ত্রীর সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশের এসএমইখাতে কোরিয়ার উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পরামর্শ

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই), চামড়াসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় শিল্পখাতে দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। তিনি বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এদেশের উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়ার অংশীদারিত্ব উল্লেখ করার মত। এটি অব্যাহত রেখে গুণগত শিল্পায়নের ধারা জোরদারের মাধ্যমে উভয় দেশই লাভবান হতে পারে। বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত হু ক্যাং-ইল গত ১০ জুলাই শিল্পমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে মন্ত্রী এ পরামর্শ দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, যুগ্ম সচিব ইয়াসমিন সুলতানাসহ বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় বাংলাদেশের শিল্পখাতে কোরিয়ার বিনিয়োগ, শিল্প প্রযুক্তি স্থানান্তর, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও শিল্পায়নের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এক সময় দক্ষিণ কোরিয়ার মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চেয়ে কম থাকলেও শিল্পায়ন, উদ্ভাবন এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশটির অর্থনীতি বর্তমান অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। তিনি বাংলাদেশের পরিশ্রমী জনগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে এ দেশ অল্প সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার কাংক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

শিল্পমন্ত্রীর সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইস্টার্ন ক্যাবলস লিমিটেডের আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে - শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেছেন, ইস্টার্ন ক্যাবলস লিমিটেডের আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ১৯৬৭ সালে নির্মিত এই কারখানাটি এখনও চলমান আছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। শিল্পমন্ত্রী গত ০৬ জুলাই চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় অবস্থিত ইস্টার্ন ক্যাবলস লিমিটেডের কারখানা পরিদর্শন শেষে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন। ইস্টার্ন ক্যাবলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী উষাময় চাকমা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ইস্টার্ন ক্যাবলস লিমিটেড যাতে বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। মূলধন, টেন্ডারে অংশগ্রহণ ও ভ্যাট-ট্যাক্স সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধান করা হবে। দুঃসময়ের শেষে এই প্রতিষ্ঠানটির সুদিন আসবে বলে তিনি এসময় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী উষাময় চাকমা ইস্টার্ন ক্যাবলস লিমিটেডের প্রাঙ্গনে একটি পূর্ণাঙ্গ কপার তার উৎপাদন কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এর আগে শিল্পমন্ত্রী ইস্টার্ন ক্যাবলস লিমিটেডের কারখানা পরিদর্শন করেন। পরে তিনি আগ্রাবাদে অবস্থিত শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

দেশে উৎপাদিত হালকা যন্ত্রপাতি উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদান করা হবে - শিল্প প্রতিমন্ত্রী

দেশে উৎপাদিত কৃষিযন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য হালকা যন্ত্রপাতি উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। প্রতিমন্ত্রী ১৪ নভেম্বর রাজধানীর ওয়ারীতে টুল এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, বিটাকের মাধ্যমে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে সহায়তা প্রদান বিষয়ক সেমিনার ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন মাহমুদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর আইএটি বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আরিফ হাসান মামুন ও বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ আবদুর রাজ্জাক। বিটাকের মহাপরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিটাকের টুল এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের প্রকল্প পরিচালক ড. সৈয়দ মোঃ ইহসানুল করিম।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, হালকা প্রকৌশল শিল্পখাতের স্বার্থে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হালকা এ ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এক জায়গায় স্থানান্তর করা হবে। এতে তাদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান সহজতর ও দ্রুততর হবে। প্রতিমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল শিল্পনগরী ও পার্কে পরিষেবা ও অবকাঠামো সংক্রান্ত সকল কাজ শতভাগ সম্পন্ন করার পর প্লট বরাদ্দের নির্দেশ প্রদান করে বলেন, মন্ত্রণালয়ে যেকোন ডেস্কে ৩০ মিনিট এবং মাঠ পর্যায়ে সাত দিনের মধ্যে ফাইল নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, আগামী প্রজন্মের কথাও আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় ড. ইহসানুল করিম বলেন, শিল্পখাতের সম্প্রসারনের সাথে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের চাহিদাও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে বিশ্বে হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতির প্রায় ৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বিশাল বাজারে একটি শক্তিশালী অবস্থানে যাবার সক্ষমতা অর্জনে সারাদেশের হালকা প্রকৌশল শিল্পসমূহকে বিটাক উচ্চ প্রযুক্তির ও মানসম্পন্ন সহায়তা প্রদান করবে। টুল এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে হিট ট্রিটমেন্ট, সিএনসি, ফিজিক্যাল ভ্যাপার কোটিং মেশিন, কোঅর্ডিনেট মেজারিং মেশিন ইত্যাদি সেবা কমন ফ্যাসিলিটি আকারে সকল হালকা প্রকৌশল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হবে। বিটাকের মহাপরিচালক বলেন, সমগ্র শিল্পখাতে হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতি শিল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে একে মাদার অব অল ইন্ডাস্ট্রি বলা হয়ে থাকে। তিনি উৎপাদন কমে যাবার আশংকায় বিটাকের প্রশিক্ষণে শ্রমিক, কারিগরদের প্রেরণ না-করার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকার আহবান জানান।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে শিল্প প্রতিমন্ত্রী

লবণ চাষীদের আগামী পাঁচ বছর বিশেষ সুরক্ষা দেয়া হবে -- শিল্প মন্ত্রী

দেশের প্রান্তিক লবণচাষীদের আগামী পাঁচ বছর বিশেষ সুরক্ষা দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে লবণ আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের উদ্যোগ নেয়া হবে। শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন গত ০৫ জুলাই কক্সবাজারে হোটেল লং বীচে 'লবণ চাষ ও আয়োডিনযুক্তকরণঃ সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এবং ইউনিসেফ যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে। বিসিকের চেয়ারম্যান মোঃ মোশতাক হাসানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল ও আশেক উলাহ রফিক। সম্মানিত অতিথি ছিলেন ইউনিসেফ বাংলাদেশের চিফ নিউট্রিশন অফিসার পিয়ালী মুস্তাফী। সংস্থার নিউট্রিশন অফিসার ডা. আইরিন আখতার চৌধুরী কর্মশালায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশীয় শিল্পসমূহ রক্ষায় অত্যন্ত তৎপর। লবণ চাষীদের রক্ষা করা হলে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হবে। ধানের মত লবণ চাষীদের নিকট হতে সরকার কর্তৃক সরাসরি লবণ ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। কর্মশালায় মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন, চাষি পর্যায়ে লবণের বিক্রয় মূল্য মাত্র চার থেকে পাঁচ টাকা যা অত্যন্ত কম। চাষীদের রক্ষার্থে এইদাম বাড়ানো প্রয়োজন। এজন্য লবণ আমদানি না করে দেশীয় লবণ ব্যবহারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে, বড় বড় শিল্প-কারখানাগুলোকে দেশী লবণ ব্যবহারে এগিয়ে আসতে হবে।

'লবণ চাষ ও আয়োডিনযুক্তকরণঃ সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ' শীর্ষক কর্মশালায় শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রীর সাথে আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক
ফুড প্রসেসিং খাতে বিনিয়োগে আরব আমিরাতের আগ্রহ প্রকাশ

বাংলাদেশে ফুড প্রসেসিং খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। গত ০২ জুলাই সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত সাইয়েদ মোহাম্মদ আলমেহিরি (Saed Mohammed AlMheiri) শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে তাঁর শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ে সাক্ষাতকালে এই আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশে ফুড প্রসেসিং খাতের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখাতে বিনিয়োগ করতে চায়। এসময় শিল্পমন্ত্রী আর্ন্তজাতিক মানের ফুড প্রসেসিং ল্যাব ও কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনে বিনিয়োগ করার বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবসায়ীদের এখাতেও বিনিয়োগ করার আহবান জানান। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের ফুড প্রসেসিং খাতের আর্ন্তজাতিক মান অর্জনে আরব আমিরাতের একটি সার্টিফিকেশন প্রতিষ্ঠান এখানে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এতে আরব আমিরাতের জনগণের কাছে বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হবে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় বাংলাদেশে এখন বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে। নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য প্রচুর জমি রয়েছে। দেশে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। আরব আমিরাতের বিনিয়োগকারীরা প্রাইভেট ও জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে যেকোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হবে বলে তিনি জানান। আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ স্কেন্ডেনেভিয়ান দেশগুলোতে জাহাজ রপ্তানি করছে। আরব আমিরাতের বিনিয়োগকারীরা জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগ করার অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে। চলতি

বছরের শেষের দিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইকোনমিক মিনিস্টার বাংলাদেশ সফরের পূর্বে সম্ভাবনাময় খাতসমূহে বিনিয়োগের বিষয়ে উল্লেখ যোগ্য অগ্রগতির বিষয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ও শিল্পমন্ত্রী দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ইকোনমিক মিনিস্টারের বাংলাদেশ সফরের সময় এ সকল খাতে বিনিয়োগের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। সাক্ষাতকালে স্টিল, সিমেন্ট, গ্যাস, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, সুগন্ধি, গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, মধু ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানানো হয়। এছাড়া আরব আমিরাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করে সেই জনশক্তিকে আরব আমিরাতে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ প্রদানের আহবান জানানো হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পরাগ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রীর সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত সাইয়েদ মোহাম্মদ আলমেহিরির বৈঠক

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী থেকে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হবে - শিল্প প্রতিমন্ত্রী

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের ভেতর থেকে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার আহবান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, এ বিষয়ে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ও এসএমই ফাউন্ডেশনকে আরও তৎপর হতে হবে। ১১ ডিসেম্বর রাজধানীর একটি বেসরকারি হোটেলে এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বিষয়ে আয়োজিত এক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এই আহবান জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রিজম প্রকল্প ও বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন বিসিকের চেয়ারম্যান মোঃ মোশতাক হাসান, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম, শিল্প মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন মাহমুদ এবং প্রিজম প্রকল্পের টিমলিডার আলী সাবেত। বিল্ডর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা বেগম কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর করে দেশীয় মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহকে আধুনিক করা হবে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যাতে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ এবং পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন, সেজন্য এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এর আলোকে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। উদ্যোক্তারা যাতে কোনভাবে হয়রানির শিকার না হন সেজন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামীতে দেশের প্রতিটি উপজেলায় অকৃষি জমিতে শিল্প নগরী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। শিল্প সচিব বলেন, রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে এসএমই নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। জনবহুল দেশ হিসেবে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃজনে মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য। শিল্প সচিব নীতিমালার সময়াবদ্ধ কর্মকৌশলসমূহ বাস্তবায়নে সকল অংশীজনকে নিজ নিজ দায়িত্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সফিকুল ইসলাম বলেন, এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে হয়েছে। সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করায় নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বিষয়ে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস এর জায়গায় টিএসপি সার কারখানা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে - শিল্প প্রতিমন্ত্রী

দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকা খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিমিটেডের স্থানে টিএসপি সারকারখানা নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি ০৮ ডিসেম্বর মিলটি পরিদর্শনের সময় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এই আশ্বাস দেন। প্রতিমন্ত্রী এসময় বলেন, দেশে টিএসপি সারের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কারখানা রয়েছে মাত্র একটি। অন্যদিকে শিল্পনগরী হিসেবে খুলনার একটি ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে টিএসপি সারকারখানা নির্মিত হলে সেটি দেশে সারের চাহিদা যেমন পূরণ করবে তেমনি এই এলাকার অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর আগে প্রতিমন্ত্রী খুলনার শিরোমনি সারের গোডাউন এবং রূপসা নদীর তীরে বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সার গ্রহণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

এসময় প্রতিমন্ত্রী খুলনাতে সারের পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। একই সাথে সার সংরক্ষণ ব্যবস্থা বা অন্য কোন কারণে যেন সার অপচয় না হয় এবং কৃষকরা যেন সময়মতো সার হাতে পান সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্টদের নির্দেশ দেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার খুলনার ৪, ৫ ও ৭ নম্বর ঘাটে সার গ্রহণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন

সারের অপচয় হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে- শিল্প প্রতিমন্ত্রী

ব্যবস্থাপনার গাফলতির কারণে সারের অপচয় হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, সার যথাযথভাবে সংরক্ষণে সংশিষ্টদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। প্রতিমন্ত্রী গত ৮ ডিসেম্বর যশোরের নওয়াপাড়ায় ট্রানজিট পয়েন্টে সারের মজুদ ও সরবরাহ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে এই কথা বলেন। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-এর চেয়ারম্যান মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম এসময় উপস্থিত ছিলেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের সর্বত্র সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে ৯ লাখ মেট্রিকটন ইউরিয়া সার মজুদ আছে। এছাড়া বিদেশ হতেও সার আমদানি করা হচ্ছে। পিক সিজনে প্রতিমাসে ৩ লাখ মেট্রিকটন ইউরিয়া সার প্রয়োজন। তাই দেশে কোথাও সারের কোন ঘাটতি নেই। প্রতিমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের কাছে সময়মত সার পৌঁছে দিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হচ্ছে। আরও ৩৪টি বাফার গোডাউনের নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন আছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের সুবিধার্থে পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলায় বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হবে। এর আগে শিল্প প্রতিমন্ত্রী যশোরের বাহাদুরপুরে সারের বাফার গোডাউনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। তিনি এসময় বাফার গোডাউনের নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় বিসিআইসির চেয়ারম্যান জানান, সারের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে এর সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে আগামী বছর আগস্টের মধ্যে ১৩টি এবং ২০২১ সালের মধ্যে ৩৪টি বাফার গোডাউনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হবে।

যশোরের নওয়াপাড়ায় ট্রানজিট পয়েন্টে সারের মজুদ ও সরবরাহ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পায়ন কার্যক্রম জোরদারে দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বিসিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন স্তরে দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিসিক দেশে ও বিদেশে ২১টি কোর্সের মাধ্যমে ২শ ৫৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষিত করেছে। চলতি অর্থবছরে ৪৮টি কোর্সের মাধ্যমে আরও ২শ ৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। গত ২৯ অক্টোবর বিসিক প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত হিসাব ও অর্থ বিভাগের কর্মকর্তাদের নিরীক্ষা বিষয়ক দুই দিনের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। বিসিক সম্মেলন কক্ষে সংস্থার প্রশিক্ষণ শাখা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। বিসিক চেয়ারম্যান মোঃ মোশতাক হাসান এনডিসি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বিসিক পরিচালক (উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) মোঃ খলিলুর রহমান, পরিচালক (বিপণন ও নকশা) মোঃ মাহবুবুর রহমান, পরিচালক (অর্থ) স্বপন কুমার ঘোষ বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পসচিব বলেন, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক বাংলাদেশের শিল্পায়নে মৌলিক কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পায়ন কার্যক্রম গতিশীল করতে বিসিক ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও এর কর্মকান্ড ও সাফল্য ততটা প্রচারে আসেনি। তিনি বিসিক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্য গণমাধ্যমে তুলে ধরার নির্দেশনা দেন। একই সাথে তিনি তৃণমূল পর্যায়ে বিরাজমান শিল্প সম্ভাবনা এবং উদ্যোক্তাদের চাহিদার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে কার্যকর প্রকল্প গ্রহণের জন্য বিসিক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পরামর্শ দেন। বিসিক চেয়ারম্যান বলেন, স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করলে নিরীক্ষা আপত্তি কমে যাবে। বিসিক থেকে নিরীক্ষা আপত্তি অবসানের জন্য এ ধরণের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বিসিকের অনিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান।

বিসিক কর্তৃক আয়োজিত অডিট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধনকালে শিল্পসচিব

এনপিও এবং ডিসিসিআই'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে সম্মত হয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। গত ০৭ নভেম্বর এ লক্ষ্যে দু' পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকে এনপিওর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং ডিসিসিআই'র পক্ষে সংগঠনের সভাপতি ওসামা আসীর স্বাক্ষর করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ডিসিসিআই'র নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও) সাথে বেসরকারি সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সেতুবন্ধন জোরদারে কাজ করবে। বিভিন্ন শিল্পখাত ও উপখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এনপিও এবং ডিসিসিআই'র যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর কমপক্ষে ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হবে। এছাড়া, ডিসিসিআই প্রতিবছর ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপনে এনপিওকে সহায়তা করবে। উভয় প্রতিষ্ঠান এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) প্রদত্ত টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়নে পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে কাজ করবে বলেও সমঝোতায় উল্লেখ করা হয়। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগকে দেশের শিল্পখাতের উন্নয়নে একটি মাইল ফলক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে দেশের বিভিন্ন শিল্পখাত ও উপখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস জোরদার হবে। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য চেম্বার ও ট্রেড বডি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের উদ্যোগে সামিল হবে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
(ডিসিসিআই) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন

স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ

বাংলাদেশের শিল্প, সেবা, কৃষিসহ সকলখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণিত দশ বছর মেয়াদি ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার পান বাস্তবায়নে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে বেসরকারিখাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ-এর নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে গত ২৩ সেপ্টেম্বর এ তথ্য জানানো হয়। রাজধানীর একটি হোটেলে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও এনপিপ্রুর পরিচালক এসএম আশরাফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম। এতে বিটাকের মহাপরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান, বিএসটিআই এর মহাপরিচালক মোঃ মুয়াজ্জেম হোসাইন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব লুৎফুন নাহার বেগম এবং সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি মির্জা নূরুল গণি শোভন বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা আন্দোলন বেগবান করতে সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এপিও সোসাইটি কাজ করবে। খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সংগঠনের উদ্যোগে শিগগির কর্মশালার আয়োজন করে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পসচিব বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপবের ফলে শিল্প উৎপাদনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। এতে করে শিল্পখাতে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনের জন্য মানুষের দক্ষতা ও শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। তিনি চতুর্থ শিল্প বিপবের ফলে সৃষ্ট প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বিষয়টি মাথায় রেখে জনগণের মধ্যে উৎপাদনশীলতা ধারণা বদ্ধমূল করার তাগিদ দেন।

এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ-এর নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব

আমাদের কথা

দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশ আজ এক বিস্ময়। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের এক রোল মডেল। বঙ্গবন্ধুর শিল্পদর্শন ছিল খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন। বঙ্গবন্ধুর শিল্পায়ন ও উন্নয়নের দর্শনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তার সুযোগ্য উত্তরসুরী প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির নিকট রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দৃঢ় নেতৃত্বে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রেখেছে। ৬ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৮ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ডাবল ডিজিট বা দুই অংকের জিডিপি প্রবৃদ্ধির স্বপ্ন এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের বিগত এক দশকে বাংলাদেশের শিল্প খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। একসময়কার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে দেশের অর্থনীতি দ্রুত যাত্রা শুরু করেছে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দিকে যা মধ্যম আয়ের অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হওয়ার অন্যতম শর্ত। বর্তমান সরকারের শিল্প ও উদ্যোক্তাবান্ধব নীতি এবং কর্মসূচির ফলে দেশের শিল্পখাত ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাত জোরদার হচ্ছে এবং শিল্প উৎপাদনে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে শিল্প খাতের অবদান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৫. ১৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৩৩.৭১ শতাংশ। এটি ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর অনুকূলে মোট বরাদ্দের ৯৯.৩০ শতাংশ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৭৫.৪২ শতাংশ।

ষান্মানিক শিল্পবার্তা শিল্প মন্ত্রণালয়ের ধারাবাহিক অগ্রগতি ও কার্যক্রমের একটি দর্পণ। এর মাধ্যমে শিল্পখাত সংশিষ্ট সকল অংশীজন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ, সম্পাদিত কার্যক্রম ও কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এটি প্রকাশে মুদ্রণ জনিত যে কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতির দায় আমাদের। এ বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পাঠক মহলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

সম্পাদনা পরিষদ

লুৎফুন নাহার বেগম
অতিরিক্ত সচিব

প্রতুল কুমার সাহা
উপসচিব

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান
উপসচিব

মোঃ আবদুল জলিল
উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা

এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ
সিনিয়র তথ্য অফিসার

নকশাঃ
জামিল আক্তার, নকশাবিদ, বিসিক

প্রকাশনায়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইলঃ shilpabarta.moind@gmail.com, web:www.moind.gov.bd